

# সবাই ‘বাংলাদেশ’ কথাটি উচ্চারণ করেছিল

কাজী জহিরুল ইসলাম

তিন বছরে হাঁপিয়ে উঠেছি। প্রবাস জীবন আর ভালো লাগছে না। যদিও বছরে অন্তত দুবার করে সপরিবারে দেশে যাচ্ছি, তবুও অ, আ, ক, খর স্পর্শহীন এই জীবন আমার কাছে কেবলি ধূসর, নিষ্প্রাণ হয়ে উঠছে। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম, এবার পাত্তাড়ি গুটাব। এরই মধ্যে ঢাকাস্থ ইউএনডিপি অফিস থেকে একটি অফার এসে গেছে। কাজেই দেশে ফিরে বউ-বাচ্চা নিয়ে অন্তত পথে দাঁড়াতে হবে না।

তিন তিনটা বছর পূর্ব ইউরোপের এক রক্তাক্ত জনপদ কসোভোতে কাটিয়ে দেশে ফিরছি। অথচ নিজে একজন লেখক হওয়া সত্ত্বেও এখানকার কোনো লেখক-কবি সম্মেলনে যোগ দিলাম না। কেমন যেন একটা অসম্পূর্ণতার কাঁটা বুকের ভেতর খচখচ করছে। ঠিক তখনি দরোজায় হাজির কসোভোর ‘প্রভিশনাল ইনস্টিটিউট ফর সেলফ গভর্নমেন্ট’-এর যুব, ক্রীড়া, সংস্কৃতি ও প্রবাসীবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রধান উপদেষ্টা আদেম গাশি। হাতে আমন্ত্রণপত্র। খামের ওপর ইংরেজিতে লেখা, ‘মি. কাজী ইসলাম’। আদেম গাশি কসোভোর লেখক ফোরামের সভাপতি। নিজে একজন দারুণ ছড়াকার ও কবি। ইতিপূর্বেও এমনি করে আদেম আমাকে অনেকবারই আমন্ত্রণপত্র দিয়েছে। সময়ের অভাবে যাওয়া হয়ে ওঠেনি। একই মন্ত্রণালয়ের (জাতিসংঘের নিয়ন্ত্রণাধীন) কেন্দ্রীয় প্রশাসন বিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছি বলেই হয়তো রোজ এমন অসংখ্য আমন্ত্রণপত্র পেয়ে থাকি। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম, এবার যাব।

স্যা সাতটায় অনুষ্ঠান। চিরকালের অভ্যাসমতো একটু আগেভাগেই গিয়ে হাজির। এখন পৌনে সাতটা বাজে। প্রিন্স্টিনা বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরির বিশাল পেটের ভেতর আমরা চারজন। আমার স্ত্রী মুক্তি শরীফ ছাড়া অন্য দুজন বাঙালি সহকর্মী হলেন ইস্তগ মিউনিসিপ্যালিটির অর্থ ও বাজেট কর্মকর্তা নিজাম আহমেদ এবং উনমিক (UNMIK)-এর লিগ্যাল অফিসার ব্যারিস্টার আইজ্যাক রবিনসন। যেন কোনো এক ‘পাজল’-এর প্যাঁচগির মধ্যে পড়ে গেছি। ডানে-বাঁয়ে অসংখ্য হলরুম, সেমিনার কক্ষ, বড় বড় লাউঞ্জ, লোকে লোকারণ্য। এর মধ্যে কোথায় কবিদের সভা, কিভাবে খুঁজে বের করি? আমাদের আলবেনিয়ান ভাষাজ্ঞান তো ‘ক’ অক্ষর গো মাংস’র চেয়ে খুব একটা বেশি নয়। দলের অন্য তিনজন খানিকটা বিরক্ত হচ্ছে, বুঝতে পারছি। আমি অবশ্য শঙ্কিত এজন্য যে, শেষ পর্যন্ত ভেন্যুটা খুঁজে না পেলে ওদের তিনজনকে আজ রাতে রেস্টুরেন্টে ডিনার খাওয়াব বলে কথা দিয়েছি। আমার ৫০ ইউরো বুঝি গেল। হঠাৎ ভিড়ের মধ্য থেকে স্যুট-টাই পরা এক জম্পেশ সাহেব এসে আমার হাত ধরল। তাকিয়ে দেখি আদেম। ওর ইংরেজিও তথৈবচ। কাজেই ও আর ইংরেজিতে কমিউনিকেট করার ব্যর্থ চেষ্টা না করে আমাকে টানতে টানতে একটি হলরুমে নিয়ে গেল। অন্য তিনজন নীরবে আমাকে অনুসরণ করছে। দর্শক সারির প্রথম রোতে আমাকে নিয়ে বসাল আদেম। সাতটা বাজতে এখনো পাঁচ মিনিট বাকি। আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে, অনুষ্ঠান শুরু হতে আর মাত্র পাঁচ মিনিট বাকি; অথচ এখনো হলে তেমন লোকসমাগম হয়নি। অকারে ডুবে আছে একটি খোলা মঞ্চ। পেছনে তাকিয়ে দেখি ২৫০ সিটের এই ছোট্ট হলটির এক-তৃতীয়াংশও এখনো ভরেনি। কিন্তু অতি আশ্চর্যজনকভাবে মাত্র পাঁচ মিনিটের মধ্যে ভেক্সিবাজির মতো পুরো হল ভরে গেল। হলের মূল দরজা ব হয়ে গেল এবং মঞ্চের বাতি জ্বলে উঠল। ঠিক সাতটায় অনুষ্ঠান শুরু হলো। মঞ্চ এক অপূর্ব সুন্দরী আলবেনিয়ান তরুণী। না, এই মেয়েটি অনুষ্ঠানের ঘোষিকা নয়, একজন মঞ্চাভিনেত্রী। শুরু হলো একক অভিনয়। আলবেনিয়ান ভাষার

সংলাপগুলো না বুঝলেও অভিনয়ের যে একটি চিরন্তন ভাষা আছে। সেই ভাষাটি বুঝতে আমাদের কারোই অসুবিধা হলো না। একটি আলবেনিয়ান ধর্মিতা মেয়ে; যার পেটে জন্ম নিয়েছে ধর্মক সার্বিয়ান মিলিটারির সন্তান। ধর্মিতা হওয়ার করুণ কাহিনী, বাবা ও ভাই হারানোর মর্মান্তিক গল্প বলছিল মেয়েটি এক যুদ্ধ শিশুর মায়ের ভূমিকায় দাঁড়িয়ে। একবার নিজেকে ওর মনে হয় এক মমতাময়ী মা, আবার পরক্ষণেই মনে হয় না, ওই শিশু এক শত্রুসন্তান, ওকে খুন করাই আমার কর্তব্য। এই দ্বৈতসত্তার মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের এক অভূতপূর্ব উপস্থাপন। ত্রন্দনরত শিশুটির দিকে তাকিয়ে মায়ের মন গলে যায়। সে তার স্তন উন্মুক্ত করে তুলে ধরে শিশুটির মুখে। এই দৃশ্যটিকে ফুটিয়ে তোলার জন্য মেয়েটি সত্যি সত্যি ওর আলখেল্লার ভেতর থেকে একটি স্তন বের করে এনে শিশুটির (কাল্পনিক) দিকে বাড়িয়ে দেয়। ৩০ মিনিটের এই নাটিকার যেটি ট্র্যাজেডি, তা হলো শেষ পর্যন্ত মা তার শিশুটিকে শত্রুসন্তান বিবেচনা করে নিজ হাতে খুন করে।

এরপর শুরু হয় কবিতা পাঠের আসর। একজন মার্কিন কংগ্রেসম্যানকে মঞ্চে আহ্বান করা হলো। আদেম গাশি উপস্থাপকের ভূমিকায় ও অনুষ্ঠানের সভাপতিও। সামনের সারিতে আমার ডানে-বাঁয়ে সব পক্কেশ প্রবীণ সাহিত্য ব্যক্তিত্বরা বসে আছেন। শুরুতেই আদেম ছোট ছোট দুটি ছড়া শুনিয়ে বেশ হাস্যরসের সৃষ্টি করল।

এরপর কসোভোর দুজন প্রধান কবিকে আমন্ত্রণ জানানোর পরপরই ডাক পড়ল আমার। আলবেনিয়ান এবং ইংরেজি দুই ভাষাতেই আমার নাম ঘোষণা করা হলো। আমি ‘হোয়াইট ক্লাউড’ শিরোনামের একটি ইংরেজি (বাংলা থেকে ইংরেজিতে অনূদিত) কবিতা পড়লাম। হলভর্তি আলবেনিয়ান দর্শক-শ্রোতা ইংরেজি ভাষায় পুরো কবিতাটি না বুঝলেও এ কবিতায় ওদের মুক্তিযুদ্ধের নেতা আদেম ইয়াশারেকে যে আমি ‘গ্রেট হিরো’ বলেছি, এটি বুঝতে পেরেই করতালিতে ফেটে পড়ল। উল্লেখ্য, ১৯৯৯ সালের মে মাসে কসোভোর সর্বোচ্চ মুক্তিযোদ্ধা আদেম ইয়াশারে তার পরিবারের ৫০ জন সদস্যসহ সার্বিয়ানদের গুলিতে নিহত হন। আমি মঞ্চ থেকে নেমে আসতেই আদেম গাশি আমার কবিতাটির আলবিয়ান অনুবাদ পড়ে শোনালেন। আরো একবার পুরো হল করতালিতে ফেটে পড়ল। এরপর একে একে আরো প্রায় ৩০ জন কবি মঞ্চে উঠেছিলেন কবিতা পড়তে। সবাই তাদের কবিতার শুরুতে আমার নাম এবং ‘বাংলাদেশ’ কথাটি উচ্চারণ করেছিলেন।

আবিদজান, আইভরিকোস্ট

(লেখাটি দৈনিক নয় দিগন্তে প্রকাশিত এবং লেখক কর্তৃক মুক্ত-মনায় প্রেরিত)